

## বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করি শিশুর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথ সুগম করি



বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সূচক অর্জনের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে বা অপরিণত বয়সে বিয়ে অত্যন্ত ভয়াবহ একটি সমস্যা যা জেড্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। ইউনিসেফের স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন ২০১৬ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৫২ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিয়ের শিকার। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এর মধ্যে ১০-১৮ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৩ কোটির বেশি। এছাড়া প্রতিবছর ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে এ বয়সসীমার মধ্যে প্রবেশ করে। বাল্যবিয়ের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন সর্বস্তরে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

### বাল্যবিয়ের ক্ষতি

- প্রতি ৪ জন বিবাহিত কিশোরী মেয়ের মধ্যে ৩ জন মা হয় ১৮ বছরের আগে;
- সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অপরিণত বয়সি মায়েদের শতকরা ৫ জন মৃত্যুবুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে;
- মাধ্যমিক স্তরে ৭৬% মেয়েশিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার কারণ বাল্যবিয়ে;
- বাল্যবিয়ের কারণে ৬২% মেয়েশিক্ষার্থী সরকারি বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়;
- পারিবারিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যার শিকার হওয়া নারীদের ৫৮% এর বয়স ১৩-১৮ বছর।
- প্রায় ৭২.৬% নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত এবং তাদের মধ্যে ৫৬% নারীর বিয়ের বয়স ১৮ বছরের নীচে।

বাল্যবিয়ে রোধে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচারাভিযান ও প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্তভাবে জরুরি।

### বাল্যবিয়ে রোধে সরকারের অঙ্গীকার

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে শূন্যে নামিয়ে আনা
- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫-১৮ বছরের নীচে এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে পুরোপুরি নির্মূল করা

### বয়স-কনের বয়স প্রমাণের দলিল

জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারী স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট আইনগত দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এফিডেভিড বা নোটারীর মাধ্যমে বিয়ের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই।

### বাল্যবিয়ের শাস্তি: বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭-তে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে

- প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ বাল্যবিয়ে করলে: অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড। অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থ হলে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ড [ধারা-৭(১)];
- অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ বাল্যবিয়ে করলে: অনধিক ১ মাসের আটকাশে বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড [ধারা-৭(২)];
- বাল্যবিয়ের উপর নিষেধ অমান্য করার শাস্তি: অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড। অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থ হলে অনধিক ১ মাস কারাদণ্ড [ধারা-৫(৩)];
- বাল্যবিয়ে সম্পাদনা বা পরিচালনা করার শাস্তির বিধান: কমপক্ষে ৬ মাস থেকে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড (ধারা-৯);
- বাল্যবিয়ে নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি ও লাইসেন্স বাতিলের বিধান: কমপক্ষে ৬ মাস থেকে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড এবং নিবন্ধকের লাইসেন্স বাতিল (ধারা-১১);
- আইনে শাস্তি হিসেবে নারীপুরুষ উভয়ের জন্য কারাদণ্ডের বিধান (ধারা ৫-৮);
- বাল্যবিয়ে সংশ্লিষ্ট পিতামাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি: কমপক্ষে ৬ মাস থেকে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড, অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থ হলে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ড (ধারা-৮)।

### বাল্যবিয়ে নিরোধে করণীয়:

- বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে- এমনটা জানার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন নারী নির্ধাতন প্রতিরোধ কমিটির কাছে জানাতে হবে। সেইসাথে এলাকার উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গকেও বিষয়টি জানাতে হবে;
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন যেমন: ইউএনও, ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসককে জানাতে হবে;
- প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় থানায় পুলিশ কর্মকর্তাকে জানাতে হবে;
- প্রয়োজনের বিবাহ নিবন্ধনকারী (কাজী) ও ইমাম/পুরোহিত/ধর্মীয় নেতা যিনি বিয়ে পড়ান তাকে আগে থেকে সতর্ক করে দিতে হবে;
- তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর দুই পরিবারের উপরই সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে যাতে পুনরায় লুকিয়ে বিয়ের আয়োজন করতে না পারে।

বাল্যবিয়েরোধে  
দায়িত্বপ্রাপ্ত  
ব্যক্তির হলে



বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটলে উপরের যে কাউকে বা সবাইকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্ধাতন প্রতিরোধ কমিটি, জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো যেতে পারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এছাড়া নারী নির্ধাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে জাতীয় টোলফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১০৯-তে ফোন করা যাবে।

আসুন, বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, প্রতিরোধ করি